দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 OCT 2012

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট এবং নৈরাজ্য

আমাদের সোনার বাংলায় চিরায়ত কাল থেকেই বহু মেধাবী শিক্ষার্থী তাঁদের স্বর্ণালী হস্তক্ষেপে দেশকে এগিয়ে নিয়েছেন– তাঁদের জন্য আমরা কোন কিছুই করে ফেলতে পারি না বরং তাঁদের জীবন নিয়েও চিন্তিত হবার মতো ক্রমাগত এমন কিছু ঘটিয়ে যাচ্ছি– যার ভাবনাটুকু আমার এক জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ হয়েই থাকবে। আমি কাকে এই কষ্টের কথা বলতে পারি যখন দেখি বাংলাদেশের কৃতী সন্তান প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফাইবার অপটিকসে পিএইচডি করে দেশে আসেন ভাল কিছু করার সদিচ্ছা নিয়ে, তখন আমাদের দেশের কতিপয় স্বার্থান্বেষী, ইসলামী শাসন কায়েমের নামে দেশে অরাজকতা, সন্ত্রাস সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসাবে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের কিছু নরম কোমল লেখালেখির অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তাঁকে নানা হুমকি দিয়ে, হুলিয়া, কাফনের কাপড় ইত্যাদি পাঠিয়ে শারীরিক, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলে তাঁকে যে ইসলাম সম্বন্ধেই ক্ষুব্ধ করে ফেলেছে তার প্রতিকার কিভাবে হতে পারে তা কি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দেবে?

আজ আমি যখন দেখি প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর পরিবারকে 'শাবিপ্রবি'র বাসস্থানে রাখতে পারেন না এই ভয়ে যে, তাঁর বাচ্চাদের না জানি কখন ওইসব জানোয়ার গোত্রীয়রা অপহরণ করে নিয়ে যায় বা তাঁদের পড়াশোনার ক্ষতি করতে থাকে– তখন আমার কষ্টের কোন সীমা থাকে না। আমি যদ্দূর সম্ভব জানি, সেইসব ব্যক্তি কখনই তাঁর একটি লেখাও পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি বরং অল্প কিছুটা ভুলভাবে পড়ে নিয়ে একটা গোঁজামিল মার্কা অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মনকে তাঁর সম্পর্কে বিষিয়ে তুলেছে, তখন বড় অবাক লাগতে থাকে এই ভেবে যে, আমার বাংলাদেশের মুসলমান ভাইয়েরা এত বোকা হতে পারে কি করে!

প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতায় আজ যখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়– শাবিপ্রবির আমূল পরিবর্তন করে ফেলেছেন সমগ্র ক্যাম্পাসে ফাইবার অপটিকসের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করে যার ইন্টারনেট এ্যাকসেস স্পীড বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি তখন আমার যে কতটা গর্ব আর অহঙ্কার হতে থাকে তাঁর জন্য, তা কি ওইসব সন্ত্রাসী ছাত্র কখনই বুঝতে পেরেছে? আমি জানি, প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল হচ্ছেন সে রকম একজন সায়েন্স ফিকশন লেখক যাঁর লেখাগুলো কোনভাবে ইংরেজীতে অনূদিত হলে বিদেশে মূল্যায়িত হতে পারবেন কিন্তু আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে, আজ তিনি বাংলাদেশের মতো মানসিকভাবে দরিদ্র একটি দেশে জন্মগ্রহণ করার দুর্ভাগ্য বহন করে চলেছেন এবং আমরা এমনকি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাটাও করে উঠতে পারছি না– এই কষ্টের কথা আমি কাকে বলি?

তিনি শিশুদের গণিতের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে 'নিউরনে অনুরণন' নামের একটি কর্মসূচী নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক গণিত কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম এমনকি গণিত অলিম্পিয়াডেরও আয়োজন করে যাচ্ছেন– এটা দেখার পর থেকে আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে অভিনন্দিত না করে পারিনি। যদিও আমার মনে হয়েছে, এ রকম বড় একটি উদ্যোগে শুধু প্রশংসা দিয়ে কিছু বলা যায় না, তার জন্য নিজেরও কিছু করে ফেলার প্রয়োজন আছে। তাঁর শিশুতোষ লেখাগুলো আমি শুরু থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়ে আসছি এবং সেখানে প্রশংসনীয় ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পারিনি ওই তথাকথিত ইসলামপ্রিয়দের (?) মতো করে।

আমার এখন রীতিমতো ভয়ই লেগে যায় যখন দেখি ওইসব মানুষের কতখানি ক্ষমতা অর্জিত হয়ে গেছে যে, তাঁরা বুয়েটের মতো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে ফেলেছে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময়ের জন্য হল বন্ধ হতে থাকে আর পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে থাকে, তাহলে কি বলতে হবে– এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা একদমই ফুরিয়ে গেছে এবং আসলেই তাই ঘটে চলেছে, কারণ আজ এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে বিন্দুমাত্র ভূমিকা তো রাখতে পারছেই না বরং তাদের জীবনযাপনই রীতিমতো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে– যেটা ভাবলে শুধু কষ্টই হতে থাকে।

আজ বুয়েটের মতো উঁচুমানের বিদ্যাপীঠে যখন নিরীহ এক ছাত্রীকে প্রাণপাত করতে হয় কতিপয় অস্ত্রবাজের হাতে তখন আমার সন্দেহ হতে থাকে তারা কি এটাই চাইছে যেন দেশের প্রকৃত শিক্ষার্থীরা মানুষ না হতে পেরে তাদের মতো অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে তাদেরই স্বার্থ চরিতার্থ করার মহাপ্রকল্পে সহযোগিতা করুক?

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে যখন ছাত্রী হলে অকারণ ধরপাকড়, পুলিশী নির্যাতনকে প্রকট আকার ধারণ করিয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়টি অকেজো করে দেয়া হয়েছে। আর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে কি আছে তা তো সহজেই বোধগম্য। এক সময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল (রঃ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বাদ থাকেনি যেখানে অরাজকতার মধ্য দিয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর পরিমাণে সেশন প্রবলেমে পড়তে হয়েছে এবং তাদের পুরো জীবনযাত্রাই অনর্থক করে ফেলতে হয়েছে নিতান্ত বাধ্য হয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতে এখন গণধর্ষণের প্রতিযোগিতা চলে, যেন [illegible]া গিনেস বুকে নাম ওঠাতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে।

সেদিন আর বেশি দেরি নয় যখন এ দেশের প্রতিটি মানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে অপশক্তির কালো থাবার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা এবং নিজেদের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে। সফল আমরা হবই।

ইকবাল আহমদ
তারাকান্দি, জামালপুর।